দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ২৩ JAN 2003
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

# ভার্সিটি, মেডিক্যাল ও বুয়েটের পর এবার শুরু হচ্ছে ১৫০ কলেজে অনার্সে ভর্তিযুদ্ধ

মোশতাক আহমেদ ॥ দেশজুড়ে অনার্স পর্যায়ে এখন ভর্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে। এইচএসসি পাস করা দেড় লাখের মতো শিক্ষার্থী এই যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল, বুয়েট, বিআইটির পর আগামী ২১ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ১৫০টি কলেজের অনার্স (প্রথম বর্ষ) ভর্তি পরীক্ষা। কেন্দ্রীয়ভাবে একযোগে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত আবেদনপত্র বিতরণ করা হবে। জমা দেয়ার শেষ তারিখ ৩ মার্চ।

গত শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহে কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা নেয়ার পদ্ধতি চালু করা হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের মেধাক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন কলেজে ভর্তি করা হয়।

গতবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২২ মার্চ। এবার একদিন আগেই অর্থাৎ ২১ মার্চ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১০০ নম্বরের পরীক্ষা এমসিকিউ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে বিভিন্ন কলেজে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দেয়া শুরু করেছে। শিক্ষার্থীরা যে কোন কলেজ থেকে ভর্তি ফরম সংগ্রহ করতে পারবে। প্রার্থী যে কলেজ থেকে পরীক্ষা দিবে সেই কলেজ থেকে ২০০ টাকার বিনিময়ে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু ভর্তি করা হবে মেধাক্রম অনুযায়ী। পরীক্ষায় উত্তীর্ণের পর শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট কলেজ থেকে "চয়েস ফরম" সংগ্রহ করে সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ে ভর্তির অনুমতি চাইবে। এর পর মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাক্রম অনুসারে শূন্য আসনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে।

এবার ১৫০টি কলেজে ৩১টি বিষয়ে আসন ধরা হচ্ছে ৮২ হাজারের মতো। গতবারও প্রায় সমসংখ্যক আসন ছিল। তখন ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৯৪ হাজারের মতো শিক্ষার্থী। এবারে এইচএসসির ফল বিপর্যয়ের কারণে প্রতিযোগিতা হবে কম। কারণ সারা দেশে গ্রাজুয়েট পর্যায়ে ১৩শ' ৭৫টির মতো শিক্ষা

## কেন্দ্রীয়ভাবে একযোগে পরীক্ষা হবে

প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে আসন সংখ্যা হলো ২ লাখ ৬০ হাজারের মতো। কিন্তু এবার এইচএসসিতে পাস করেছে মাত্র ১ লাখ ৪৫ হাজার ৮শ' ১২ ছাত্রছাত্রী। সে হিসাবে গ্রাজুয়েট পর্যায়ে ১ লাখ ১৪ হাজার ২শ' ৮২টি আসন খালি থাকার কথা। বেশি খালি থাকবে ১১শ' ৬০টি ডিগ্রী কলেজে। অনার্সের ক্ষেত্রে আসন খালি থাকার সম্ভাবনা নেই। তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহে প্রতিযোগিতা খুব কমই হবে। কারণ সবারই টার্গেট পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল, বুয়েট, বিআইটির দিকে। পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কলেজ থেকে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা যাবে।

এদিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও চলছে অনার্স ভর্তি পরীক্ষা। বুয়েট-মেডিক্যালের পরীক্ষা ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাও ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি ইউনিটের মধ্যে 'গ' (বাণিজ্য) ইউনিটের পরীক্ষা ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছে। রেজাল্ট দেবে ২৬ জানুয়ারি। পর্যায়ক্রমে ২৪ জানুয়ারি 'ঘ' (সম্মিলিত), ৩১ জানুয়ারি 'খ' মানবিক এবং সর্বশেষ ৭ ফেব্রুয়ারি 'ক' (বিজ্ঞান) ইউনিটে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার রেকর্ডসংখ্যক ছাত্রছাত্রী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ৪৩শ' ৮টি আসনের বিপরীতে এবার ফরম বিতরণ হয়েছে ৭৭ হাজার ৫০টি। যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নজিরবিহীন ঘটনা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের আগেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়ে যাবার কথা। দেশের ৩৪টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি শুরু হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে সন্তানদের ভর্তিযুদ্ধের পাশাপাশি অভিভাবকদের মধ্যে চলছে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা। কারণ, সব অভিভাবকেরই টার্গেট তাদের সন্তান যেন ভাল জায়গায় ভর্তি হতে পারে।